

রাজশাহী ও ভোলা পলিটেকনিক

সংঘর্ষ ভাঙুরের ঘটনায় দু'সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা

যুগান্তর ডেস্ক

রাজশাহী ও ভোলা পলিটেকনিকে সোমবার সংঘর্ষ ও ভাঙুরের ঘটনায় দু'সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ভোলায় ৬ শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। যুগান্তর ব্যুরো-এ প্রতিনিধিরা জানান—

রাজশাহী ব্যুরো : রাজশাহীতে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ১৫-১৬শ' জনকে আশামি করে থানায় মামলা হয়েছে। সোমবার রাত্তে নগরীর বোয়ালিয়া মহল থানার উপপরিদর্শক আবদুর রাজ্জাক বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মঙ্গলবার সকালে বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান জিয়া জানান, সরকারি কাজে বাধা, পুলিশের ওপর হামলা, অমিসংযোগ ও বিক্ষোভক প্রভা আইনে অজ্ঞাতনামা দেড় হাজার থেকে ১৬শ' জনকে আশামি করে নগরীর বোয়ালিয়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অপরদিকে, ঘটনাস্থল থেকে আটককৃতদের থানায় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে রাত্রেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বোরহানউদ্দিন (ভোলা) : বোরহানউদ্দিনে ভোলা পলিটেকনিকের ৫শ' শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে হত্যা ও ভাঙুরের দুটি পৃথক মামলা হয়েছে। সোমবার আদালতের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের সময় ইটের আঘাতে একজন আহত

হয়ে মারা গেলে ও শিক্ষার্থীরা বাস ভাঙুরের ঘটনায় রাত্রে এ দুটি মামলা হয়। এই দুটি মামলায় জাত ও অজ্ঞাত মিলিয়ে প্রায় ৫শ' শিক্ষার্থীকে আশামি করা হয়। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ জোর রাত্রে ৬ শিক্ষার্থীকে আটক করে। থানা পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সোমবার সকালে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা বোরহানউদ্দিনের দক্ষিণ বাসস্টায়ে বিআরটিসির একটি বাস ভাঙুর করে। ওই সময় পুলিশ বাধা দিলে উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা এলোপাতাড়ি হুট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ইটের আঘাতে শাহবাজপুর গ্যাসফিল্ডের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী আকবর হোসেন ওরফত আহত হয়। তাকে বরিশাল শেরবালা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। ওই দুই ঘটনায় নিহতের বাবা দিন ইসলাম বাদী হয়ে জাত ৯ ও ১৫০ জন অজ্ঞাত শিক্ষার্থীকে আশামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেন। অপরদিকে বিআরটিসির বাস ভাঙুরের আঘাতে বাদী হয়ে জাত ০৯ ও অজ্ঞাত ০৫০ জন শিক্ষার্থীকে আশামি করে পৃথক মামলা দায়ের করেন। পুলিশ জোর রাত্রে হত্যা মামলার জড়িত থাকার অভিযোগে পলিটেকনিকের চার দিন কুমার কুণ্ড ও সোহানুর রহমানকে আটক করে। অপরদিকে ভাঙুরের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে হোসেন হোসেন, হোসেন শাহজিত কুমার মল্লিকের ওপর মামলা দায়ের করা হয়েছে।